POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।’

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 41

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13 অক্টোবর, 2022 16 রবিউল আওয়াল 444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৫১) হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন ছাগল ক্রয় করেছে যার দুধ ওলানে জমে আছে সে দুধ দুইয়ে নিক। সে পছন্দ করলে ছাগলটি ক্রয় করুক আর না করলে সেই দুধের পরিবর্তে তাকে এক সা’ খেজুর দিতে হবে।

২১৫৭) ইসমাঈল কায়েস (বিন আবি হাযিম)- এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত জারিরি (রা.) কে বলতে শুনেছি: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এই স্বীকারুক্তি দিয়ে বয়আত করেছি যে, আল্লাহ্ তা’লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই আর মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। আর যত্নসহকারে নামায পড়ব এবং যাকাত দান করব এবং (রসুলুল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ) মান্য করব এবং তাঁর আনুগত্য করব এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হয়ে থাকব।

২২১৬) হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি আবাকার (রা.)-এর পক্ষ থেকে বণিত হয়েছে যে, আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গো ছিলাম। এমতাবস্থায় উসকো খুসকো ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট একজন মুশরিক ব্যক্তি ছাগল ডাকাতে ডাকাতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল। নবী (সা.) তাকে বললেন: এটি বিক্রির জন্য না কি দানের জন্য? (বর্ণনাকারী বলেন- নবী (সা.) ‘দান’ বা ‘পুরস্কার’ এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন। সে বলল, না বিক্রি করব। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) তার কাছ থেকে একটি ছাগল কিনে নিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল বুইয়্যু)

তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করেছে, আমি সেগুলিকে একত্রিত করেছি। এগুলির সংখ্যা তিন হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর যতসংখ্যক বই-পুস্তক ও পত্রিকা ও ইশতেহার প্রতিনিয়ত তাদের পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অপবাদ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির সংখ্যা ছয় কোটিতে ঠেঁকেছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আদ্দাজ্জাল: আরবীতে দাজ্জাল বলা সেই বস্তুকে যার অভ্যান্তর কৃত্রিমতা দিয়ে তৈরী কিন্তু বাহ্যিক আবরণ খাঁটি ও নিষ্কলুষ। তামাকে স্বর্ণের মোড়কে উপস্থাপন করা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই এই প্রকারের শঠতা চলে আসছে। কোনও যুগই এমন ধূর্ততা ও ছালচাতুরি থেকে মুক্ত ছিল না। স্বর্ণকারকে আমরা কি করতে দেখি? যেরূপে জাগতিক কাজকর্মে ছালচাতুরি রয়েছে, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক কাজেও রয়েছে। يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ (আন নিসা: ৪৭) । এটিও প্রতারণা। يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (আলে ইমরান: ৫৬) আয়াতের অপব্যাখ্যা করাও প্রতারণা। কিন্তু শেষ যুগের প্রতারণা ভয়াবহ হবে, যেন শঠতার এক প্লাবন বয়ে যাবে। .... অতীতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতারণা, ফন্দি এবং পথভ্রষ্টতা এবং ও কুফর ছিল। কখনও কোনও যুগে কোনও এক পাপিষ্ঠ কোনও মন্তব্য করল, অপরজন অন্য কিছু বলল-ইত্যাদি। ইসলামের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হত, কিন্তু সবই তা এককভাবে আর এর একটা সীমা ছিল। তবে আল্লাহ্ তা’লা অবগত ছিলেন যে এমন এক সময় আসন্ন যখন অপবাদের সুনামি আছড়ে পড়বে। যেরূপে ছোট ছোট নদীনালা বয়ে এসে সাগরে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছলচাতুরিগুলি একত্রিত হয়ে বিশালাকায় ছলচাতুরির জন্ম দিবে।

এই যুগে লক্ষ্য করুন কত বড় প্রতারণা হচ্ছে। চতুর্দিক থেকে ইসলামের সমালোচনা হচ্ছে এবং এর প্রতি অপবাদ আরোপিত হচ্ছে। বিশেষ করে খৃষ্টানরা তো সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করেছে, আমি সেগুলিকে একত্রিত করেছি। এগুলির সংখ্যা তিন হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর যতসংখ্যক বই-পুস্তক ও পত্রিকা ও ইশতেহার প্রতিনিয়ত তাদের পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অপবাদ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির সংখ্যা ছয় কোটিতে ঠেঁকেছে। ভিন্ন বাক্যে ভারতের প্রতিটি মুসলমানের হাতে এরা একটি একটি করে বই তুলে দিতে পারে। অতএব, সব থেকে বড় ফিতনা হল এই খৃষ্টীয় ফিতনা যা দাজ্জাল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০২)

খোদা তা’লা যে সমস্ত জিনিসকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন, আমরা সেগুলিকেই বৈধ বলতে পারি আর যেগুলিকে হারাম বা অবৈধ বলেছেন সেগুলিকেই অবৈধ বলতে পারি। মধ্যবর্তী জিনিসগুলি সম্পর্কে আদেশ বৈধ ও অবৈধ অনুগামী হবে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৬ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

আসল কথা হল খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে ইসলাম একাধিক পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছে। হারাম বা অবৈধ, নিষিদ্ধ, হালাল বা বৈধ এবং পবিত্র। সেই সব বস্তু অবৈধ যেগুলিকে কুরআন অবৈধ আখ্যায়িত করেছে। সেই সব বস্তু নিষিদ্ধ যেগুলিকে কুরআন নির্দেশিত নীতি অনুসারে রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন কিম্বা পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত বস্তু সম্পর্কে মুসলমানেরা গবেষনা করে সেটিকে অপছন্দনীয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

হালাল বা বৈধ: সেই সব বস্তু যা নিজের প্রকৃত রূপে পবিত্র থাকে।

তৈয়্যব বা পবিত্র: সেই সব বস্তু যেগুলি নিজেদের বর্তমান অবস্থাতেও পবিত্র থাকে। অর্থাৎ যে সব বস্তুকে সর্বাবস্থায় খাদ্য হিসেবে গ্রহণকরা বৈধ সেগুলি হল হালাল বা বৈধ। যেমন- ছাগল। কিন্তু যেহেতু কাঁচা মাংস হিসেবে তা খাওয়া যায় না, তাই এক্ষেত্রে এটি তৈয়্যব বা পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু রান্নার পর সেটিকে তৈয়্যব বা পবিত্র হিসেবে ধরা হবে।

তৈয়্যব বা পবিত্রের পর উৎকৃষ্ট খাদ্য হল হালাল বা বৈধ। এরপর অন্যান্য খাদ্য রয়েছে যেগুলি নিষিদ্ধ। এগুলি খাওয়া অনুচিত। যেমন- চিকিৎসক যদি আন্ত্রিকের সময় শসা খেতে নিষেধ করেন, তবে শসা অন্যান্য দিনে হালাল এবং তৈয়্যব হলেও সেই দিনগুলিতে হালাল থাকলেও তৈয়্যব হবে না। হারাম বা অবৈধ খাদ্যের পরের স্থানে থাকা নিষিদ্ধ খাদ্যসমূহ সম্পর্কেও আমি বলব যে, সেগুলি খাওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ এগুলি খেলে মানুষের ক্ষতি হবে।

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা’লা বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

এরপর ১০ পাতায়...

জুমআর খুতবা, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্র-এর সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনলাইন সাক্ষাত

গত ১৯ মার্চ ২০২২, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। হুযূর আকদাস (আই.) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে MTA স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ১৫-২৫ বছর বয়সী খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ মেরিল্যান্ডে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সদর দপ্তর বায়তুর রহমান মসজিদ থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর, হুযূর আকদাস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) স্ট্রাইভ নামের নতুন একটি মোবাইল এপ্লিকেশন উদ্বোধন করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাষ্ট্র এটি তৈরি করেছে। বিভিন্ন ইন্টার‍্যাক্টিভ কুইজ ও অন্যান্য উপায়ে খোদ্দামদেরকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে ও তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে।এর সফলতার জন্য দোয়া করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এটিকে জ্ঞান ও রহমতের একটি উৎসে পরিণত করুন।" এরপর খাদেমরা ধর্মীয় ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পান। একজন খাদেম জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে হুযূর আকদাস কীভাবে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে কী তাঁর বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে যা আল্লাহ্‌র প্রতি তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে দিতে গিয়ে বলেন:"আমি এমন একটি আবহে লালিত-পালিত হয়েছি যেখানে পরিবেশটি এমনই ছিল যে, আমি কখনই অনুভব করি নি যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নেই। এমনকি ছোটবেলা থেকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি জানতাম যে, আমার যাবতীয় প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ কিংবা কোনো কিছু লাভ করার জন্য আমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সামনে মাথা ঝুঁকাতে হবে এবং তাঁর কাছে চাইতে হবে এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আর পরবর্তীতে, ১৪ কিংবা ১৫ বছর বয়সকালে, আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা হলো যে, কয়েকটি এমন ঘটনা ছিল যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা যদি আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতেন, তাহলে আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হতে পারতাম না। সেই ঘটনা আমার ঈমানকে শক্তিশালী করেছে। এমনকি এর পরে আরও বহু উপলক্ষ্য ছিল। আমি যখন আমার মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করছিলাম, সেই সময়েও আমি খুবই উৎকণ্ঠায় ছিলাম এবং আমি স্বস্তি বোধ করছিলাম না। অতএব সেই সময়ে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন এলহাম বা ঐশীবাণীর মধ্য থেকে একটি দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং সেটি আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং আমি যে স্বপ্নটি দেখেছিলাম তা সত্যস্বপ্ন সাব্যস্ত হয়।

ফলে এটি আবারও আমার ঈমানকে শক্তিশালী করে। তাই আমার বহু অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে অর্থাৎ শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে, বর্ণবাদ নিয়ে উত্তেজনা, জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। তিনি জানতে চান এ ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে আহমদী মুসলমানেরা কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে?

হুযূর আকদাস (আই.) বলেন যে, এ ধরনের বিষয় নিয়ে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বড় সংখ্যক অন্যান্য পশ্চিমা দেশও এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, পশ্চিমা বহু দেশে ডানপন্থী ও বর্ণবাদীদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার সাম্প্রতিক যুদ্ধেও, ইউক্রেন থেকে যেসব লোকেরা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে অভিবাসন করছে এবং তাদের মধ্যে বেশ বড় সংখ্যায় এশিয়ান, আফ্রিকান এবং কতিপয় অন্যান্য দেশীয় অভিবাসীরাও আছে। কিন্তু যখন তারা ইউরোপীয় দেশগুলোতে যেমন- পোল্যান্ডে পৌঁছায় এবং সীমান্ত অতিক্রম করে [সেসব দেশের লোকেরা] বলে যে, তারা শুধুমাত্র ইউক্রেনের স্থানীয় জনগণকেই গ্রহণ করবে, বিদেশীদেরকে গ্রহণ করবে না। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এখানে কিছুটা বর্ণবাদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তারা [বিদেশীরা] দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে।"

হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন যে, হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলোতে কাজ করছে এবং তারা ইউক্রেন থেকে পলায়নরত শরণার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করছে।জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের উত্থানের এই সময়ে আহমদী মুসলমানগণ কী রকম ভূমিকা পালন করতে পারেন সে বিষয়ে সেই খাদেমকে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দেখ! ন্যায়বিচারের প্রয়োজন, নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচারের। তাই তুমি তোমার দেশবাসীকে বল যে, আমেরিকানরা এই দেশটির স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় তাই তারা স্থানীয় আমেরিকানদের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করে নি এবং স্থানীয় আমেরিকানদেরকে সেই দেশটির প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয় নি। যদিও তারা দাবি করে যে [সেটা করা হয়েছে] কিন্তু বাস্তবিকভাবে তাদের অধিকারসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে নানাভাবে। তাই তুমি তাদেরকে বল যে, এ রকমটি দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দেশে আফ্রিকানদেরকে নিয়ে এসেছে, হয় দাস হিসেবে নতুবা অন্য কোনোভাবে। তাই যেহেতু তারা আফ্রিকানদেরকে তাদের দেশে নিয়ে এসেছে এবং যেহেতু তারা [আফ্রিকানরা] এই দেশটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাই সেই আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে যথাযথ অধিকার প্রদান করতে হবে। তাদেরকে (আমেরিকান নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে) বল যে, তাদের এটা অনুধাবন করা উচিত। অন্যথায় একটি সময় আসবে যখন বিদ্রোহ দেখা দিবে। [যারা বর্ণবাদী] তাদের বিরুদ্ধে জনগণ দাঁড়াবে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তাদের [বর্ণবাদীদের] মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনয়নের এটাই সময়। বর্ণবাদী হওয়ার পরিবর্তে এবং নিজেদের জাতি ও বর্ণের আধিপত্য প্রদর্শনের পরিবর্তে, বরং তাদের উচিত ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করা। এভাবে আমরা সেই জনগোষ্ঠীকে বলতে পারি যে, আমরা তোমাদের সত্যিকারের সমব্যাথী। আমরা চাই তোমরা তোমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনয়ন কর এবং

এখন অন্যান্য সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস কর। এখন আমেরিকা একটি বহুজাতিক দেশ। সেখানে সাউথ আমেরিকান, ইউরেশিয়ান, এশিয়ান, আফ্রিকান রয়েছে এবং আরও রয়েছে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান; তাই এখন আমাদের উচিত পরস্পরের প্রতি সম্মান পোষণ করা এবং দেশটিতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করা। অন্যথায় আমরা আমাদের দেশ ও জাতির সর্বনাশ করব। অতএব এটাই সেই বাণী যা আমাদেরকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আহমদী মুসলমানদেরকে তাদের ভূমিকা পালন করা উচিত।" আরেকটি প্রশ্নে হুযূর (আই.) যখন ছোট ছিলেন তখন তিনি কোন কোন পন্থায় খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "দেখ! আমি শুধু এটাই জানতাম যে, খলীফা যা-ই বলুন না কেন আমাকে সেটার আনুগত্য করতে হবে এবং আমার তাঁকে ভালবাসতে হবে। আর আমি এর জন্য দোয়াও করেছি। যখনই আমি দেখতে পেতাম যে, আজ যখন আমি আমার খলীফার সঙ্গে দেখা করেছি এবং আমি অনুভব করেছি যে, আমার জন্য তার চেহারায় কিছুটা ভিন্ন রকম অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা গিয়েছে, তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি, আমি যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাকি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মাফ করুন এবং যদি তার [যুগ-খলীফা] মনে আমার বিষয়ে কোনো সংশয়ের সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ তা'লা সেটা দূর করে দিন। অতএব এটাই একমাত্র উপায় ছিল, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি। যখনই আমি কিছু অনুভব করেছি, আমি সর্বদাই সেটাকে

এরপর শেষের পাতায়...

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

জুমআর খুতবা

দামেস্ক বিজয়কে কতিপয় ইতিহাসবিদ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন, কিন্তু দামেস্কের এই যুদ্ধাভিযান হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালেই শুরু হয়েছিল, যদিও এর বিজয়ের সুসংবাদ যখন মদিনায় প্রেরণ করা হয় ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৯ তবুক , ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র জীবনের কিছু ঘটনা (আজ) বর্ণনা করব। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, আমাকে উমর সম্পর্কে বলো। তখন তিনি অর্থাৎ , হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! খোদার কসম, তিনি অর্থাৎ হযরত উমর আপনার ধারণার চেয়েও উত্তম (ব্যক্তি), শুধুমাত্র এটি ব্যতিরেকে যে, তার প্রকৃতিতে কঠোরতা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কঠোরতার কারণ হলো; তিনি আমার মাঝে নম্রতা প্রত্যক্ষ করেন। যদি এমারত তার স্কন্ধে অর্পিত হয় তাহলে তিনি নিজের অনেক বিষয় পরিত্যাগ করবেন যা তার মাঝে রয়েছে। কেননা আমি দেখেছি যে, আমি যখন কারো প্রতি কঠোরতা করি তখন তিনি আমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। আর আমি যখন কারো প্র তি নম্রতাপূর্ণ আচরণ করি তখন তিনি আমাকে তার প্রতি কঠোর হতে বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে ডাকেন এবং তার কাছে হযরত উমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তার ভেতরটা তার বাইরের চেয়েও উত্তম আর আমাদের মাঝে তার মতো কেউ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) উভয় সাহাবীকে বলেন, আমি তোমাদের দু'জনকে যা কিছু বলেছি তা অন্য কারো কাছে উল্লেখ করবে না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যদি হযরত উমরকে বাদ দেই তাহলে আমি উসমানের চেয়ে সামনে যাই না। আর তার এই অধিকার থাকবে যে, তিনি যেন তোমাদের বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না করেন। এখন আমার বাসনা হলো, আমি তোমাদের বিষয়াদি থেকে পৃথক হয়ে যাব আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি হযরত উমরকে মানুষের জন্য খলীফা মনোনীত করেছেন! অথচ আপনি দেখছেন যে, তিনি আপনার জীবদ্দশাতেই মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেন। আর তখন কী অবস্থা হবে যখন তিনি একা থাকবেন আর আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তিনি আপনাকে প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিজ প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমাকে বসাও। তিনি শুয়ে ছিলেন, তিনি বলেন, আমাকে বসিয়ে দাও। বসার পর, অর্থাৎ তাকে ধরে বসানোর পর তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাচ্ছ? আমি যখন আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎকরব আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তখন আমি উত্তর দিব যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমার বান্দাদের ওপর খলীফা মনোনীত করেছি।

(আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২-২৭৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, আমি কাকে খলীফা মনোনীত করব? অধিকাংশ সাহাবী হযরত উমর (রা.)'র এমারতের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেন। আর কেউ কেউ শুধু এতটুকু আপত্তি করেন যে, হযরত উমর (রা.)'র প্র কৃতিতে অধিক কঠোরতা বিদ্যমান। এমন যেন না হয় যে, তিনি মানুষের প্রতি কঠোরতা করবেন। তিনি বলেন, এই কঠোরতা ততক্ষণ পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। এখন যখনকিনা একটি গুরুদায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হবে তখন তার কঠোরতার উপাদানও মধ্যমপন্থার গণ্ডিভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সকল সাহাবী হযরত উমর (রা.)'র খিলাফত লাভের বিষয়ে সম্মত হন। তাঁর অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)'র স্বাস্থ্য যেহেতু অনেকটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর স্ত্রী আসমা'র সাহায্য নেন আর এরূপ অবস্থায়, যখনকিনা তার পা দোদুল্যমান ছিল ও হাত কম্পমান ছিল, তিনি মসজিদে আসেন এবং সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমি অনেক দিন যাবৎ অনবরত এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি যে, আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে তোমাদের খলীফা কে হবে? অবশেষে অনেক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং দোয়া করার পর আমি এটিই সমীচীন মনে করেছি যে, খলীফা হিসেবে আমি উমরকে নিযুক্ত করবো। তাই আমার মৃত্যুর পর উমর তোমাদের খলীফা হবেন।

সমস্ত সাহাবী এবং অন্য লোকেরা এই এমারত বা নিযুক্তিকে মেনে নেন আর হযরত আবু বকর (রা.)'র তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.)'র হাতে বয়'আত করেন।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৮৩-৪৮৪)

এরপর এ সম্পর্কে অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, কেন মনোনীত করা হলো; তিনি (রা.) বলেন, যদি বলা হয় যে, জাতির নির্বাচনেই যদি কেউ খলীফা হতে পারে তাহলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে কেন মনোনীত করেছিলেন? তাহলে এর উত্তর হলো এই যে, তিনি এমনিতেই মনোনীত করেন নি, বরং প্র থমে সাহাবীদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা একটি প্রমাণিত বিষয়। পার্থ ক্য শুধু এতটুকু যে, খলীফাদের মৃত্যুর পর অন্য খলীফাদের নির্বাচিত করা হয়েছে আর হযরত উমরকে হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবদ্দশাতেই নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) এখানেই ক্ষান্ত হন নি আর এটিকেই যথেষ্ট মনে করেন নি যে, কতিপয় সাহাবীর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের পরই তিনি হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, বরং চরম দুর্বলতা এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রী'র সাহায্য নিয়ে মসজিদে আসেন এবং মানুষকে বলেন যে, হে লোক সকল! সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের পর আমি আমার পর খিলাফতের জন্য উমরকে পছন্দ করেছি। তোমরাও কি তার খিলাফতের বিষয়ে সম্মত আছ? তখন সবাই তাদের সম্মতি প্র কাশ করেন। অতএব, এটিও একদিক থেকে নির্বাচনই ছিল।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৫৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র অসুস্থতা এবং ওসীয়্যত সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে। তাবারীর ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতা ও তিরোধানের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র অসুস্থতার কারণ ছিল এই যে, ৭ জমাদিউল আখের রোজ সোমবার তিনি গোসল করেন। সেদিন খুব শীত ছিল। এ কারণে তার জ্বর হয়, যা ১৫দিন পর্যন্ত থাকে। এমনকি তিনি নামাযের জন্য বাহিরে আসতেও

অসমর্থ হয়ে পড়েন। তিনি নির্দে শ দেন, হযরত উমর যেন নামায পড়াতে থাকেন। মানুষ তাঁর শুশ্রূষার জন্য আসতো। কিন্তু দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। সে যুগে হযরত আবু বকর (রা.) সেই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন যা মহানবী (সা.) তাঁকে দান করেছিলেন এবং যেটি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র বাড়ির সামনে অবস্থিত ছিল। অসুস্থতার দিনগুলোতে অধিকাংশ সময় হযরত উসমান (রা.) তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮; দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

তিনি ১৫দিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। কেউ তাঁকে বলে, আপনি ডাক্তার ডেকে নিলে ভালো হবে। তিনি বলেন, তিনি আমাকে দেখেছেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে, তিনি আপনাকে কী বলেছেন? তিনি বলেন, তিনি বলেছেন, ইন্নী আফআলু মা আশাউ। অর্থাৎ, আমি যা চাই তা-ই করি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭; দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন অসুস্থ হন তখনলোকেরা জিজ্ঞেস করে, আমরা কি আপনার জন্য ডাক্তার ডাকব? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি আমাকে দেখেছেন এবং বলেছেন, ইন্নী ফাআলু লেমা উরীদ। অর্থাৎ, আমি যা চাইব তা অবশ্যই করব।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

যাহোক, তাঁর এ কথার অর্থ ছিল, এখন আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটিই যে, তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন আর কোন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই।

হযরত আবু বকর (রা.) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ২২শে জমাদিউল আখের, ১৩ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস দশ দিন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ওষ্ঠ থেকে সর্ব শেষ যে শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিল পবিত্র কুরআনের এই আয়াত تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ (সূরা ইউসুফ: ১০২)। অর্থাৎ, আমাকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও আর আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৪৭৮)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র আংটিতে খোদাই করা ছিল نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা কতই না কুদরত বা ক্ষমতার অধিকারী।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার কাফন ও দাফন শেষে দেখবে যে, আর কোনো জিনিস রয়ে যায়নি তো। বাকি সব তো তিনি হযরত উমরকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কোনো কিছু বাকি রয়ে যায়নি তো। যদি থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সেটিও হযরত উমরের কাছে পাঠিয়ে দিবে। কাফন ও দাফন সম্পর্কে বলেন, এখনআমার দেহে যে কাপড় আছে সেটিকেই ধুয়ে অন্যান্য কাপড়ের সাথে কাফন দিবে। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, এটি তো পুরোনো, কাফনের জন্য নতুন কাপড় হওয়া উচিত। তিনি বলেন, জীবিতরা মৃতদের তুলনায় নতুন কাপড় পাওয়ার বেশি অধিকার রাখে।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০)

নতুন কাপড়টি কোনো জীবিতকে পরিধান করালে তা অধিক উত্তম হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণ না করেন, হযরত আবু বকর (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস যেন তাকে গোসল করান। হযরত আবু বকর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুর রহমান তার সাথে সাহায্য করেন। দু'টি কাপড় দিয়ে তাঁর কাফন দেওয়া হয়েছিল। তার মাঝে একটি কাপড় গোসলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল। এরপর তাঁকে মহানবী (সা.)-এর খাটিয়ার ওপর রাখা হয়। এটি সেই খাট ছিল যাতে হযরত আয়েশা (রা.) শয়ন করতেন। এই খাটে করেই তাঁর জানাযা বহন করা হয়। হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর সমাধি এবং মিম্বরের মাঝখানে তাঁর জানাযা পড়ান আর রাতের বেলা এই হুজরা বা ঘরেই মহানবী (সা.)-এর সমাধির সাথে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মাথা মহানবী (সা.)-এর কাঁধ বরাবর রাখা হয়। (মুসতাদরিক হাকিম, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৬৬)

দাফনের সময় হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ আর হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) কবরে নামেন আর দাফনকার্য সম্পন্ন করেন। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণি ত হয়েছে যে, হযরত উমর হযরত আবু বকর (রা.)-কে রাতের বেলা দাফন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ তার পিতার এই ভাষ্য বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মৃত্যুর কারণ ছিল মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিয়োগ বেদনা, কেননা মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীর ক্রমাগতভাবে দুর্বল হতে থাকে। অবশেষে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

(মুসতাদরিক হাকিম, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৬৬)

কোন কোন জীবনীকারক এটিও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল সেই খাবার যাতে কোন ইহুদি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে জীবনীকারগণ এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

(সীরাত সৈয়্যেদানা সিদ্দীকে আকবার, প্রণেতা- আবুন নাসের, পৃ: ৭২৬)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণ না করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, আজ কি বার? লোকেরা বলে, সোমবার। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আজ যদি আমি মৃত্যু বরণ করি তাহলে আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করবে না, কেননা আমার কাছে সেই দিন বা রাত অধিক প্রিয় যা মহানবী (সা.)-এর অধিক নিকটবর্তী।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৮)

অর্থাৎ, সেদিনই সমাহিত হয়ে গেলে তা অধিক উত্তম হবে।

হযরত আবু বকর (রা.) নিজের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে বলেন, আমার (মৃত্যুর) পর কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যেন তা বণ্টন করে দেওয়া হয়।

(সীরাত খোলাফায়ে রাশেদীন, প্রণেতা- মহম্মদ ইলিয়াস আদিল, পৃ: ১৫২)

অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়স্বজনদের জন্য পঞ্চমাংশের ওসীয়্যত করেছিলেন।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৪৭৫)

হযরত আবু বকর (রা.)'র স্ত্রী এবং সন্তানদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর চারজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন কুতায়লা বিনতে আব্দুল উয্যা। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত আসমার মাতা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একবার মদিনায় হযরত আসমা'র কাছে কিছুটা ঘি, অর্থাৎ নিজের মেয়ের কাছে কিছু ঘি ও পনীর উপহার স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সেই উপহার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তাকে বাড়িতেও প্র বেশ করতে দেন নি। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে সংবাদ পাঠান যে, (আমার করণীয় কি) এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করুন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেনযে, জিজ্ঞেস করে বলুন, আমার মা এসেছে এবং উপহার নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিই নি, (এ ব্যাপারে) নির্দেশ কী? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দাও এবং তার উপহার গ্রহণ করো।

দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল হযরত উম্মে রুমান বিনতে আমের। তিনি বনু কিনানা বি ন খুযায়মা গোত্রের সদস্যা ছিলেন। তার প্রাক্তন স্বামী হারেস বিন সাখবারা মক্কায় মৃত্যু বরণ করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়'আত করেন আর মদিনা অভিমুখে হিজরত করেন। তার গর্ভে হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদিনায় মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং তার কবরে নামেন এবং তার ক্ষমালাভের জন্য দোয়া করেন।

তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বিন মা'বাদ বিন হারেস। তার ডাকনাম ছিল উম্মে আব্দুল্লাহ্। তিনি মুসলমানদের দ্বারে আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে ই মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়'আতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক হিজরতকারীনিদের একজন ছিলেন। তিনি তার স্বামী হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব (রা.)'র সাথে প্রথমে ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন এবং সেখান থেকে সপ্তম হিজরীতে মদিনায় আসেন। অষ্টম হিজরীতে মুতা'র যুদ্ধে হযরত জা'ফর (রা.) শহীদ হয়ে গেলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবী বকর জন্মগ্রহণ করেন।

চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা বিন যায়েদ বিন আবু যুহায়ের। তিনি আনসারদের শাখা খাযরাজ গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুনআ'তে তার সাথে বসবাস করতেন। তার গর্ভে হযরত আবু বকর (রা.)'র কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার জন্ম হয়।

সন্তানদের মধ্যে চারজন পুত্র ও তিনজন কন্যা ছিলেন। প্রথম পুত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার দিন মুসলমান হন এবং এরপর ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে বিখ্যাত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।

দ্বিতীয় (পুত্র) ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের সময় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি সারাদিন মক্কায় অতিবাহিত করতেন এবং মক্কাবাসীদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতের বেলা গোপনে গুহায় পৌঁছে সেসব সংবাদ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শোনাতেন আর সকালবেলা মক্কায় ফিরেআসতেন। তায়েফের যুদ্ধে তার (দেহে) একটি তির বিদ্ধ হয় যার ক্ষত সারে নি আর অবশেষে এ কারণেই হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

তৃতীয় পুত্র ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবু বকর। তিনি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জের সময় যুল হুলায়ফায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)'র ক্রোড়ে তিনি লালিতপালিত হন এবং হযরত আলী (রা.) স্বীয়খিলাফতকালে তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানেই নিহত হন। কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত উসমান (রা.)'র হন্তারকদের মধ্যে তার নামও উল্লেখ করা হয় আর এ কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল, (প্র কৃত সত্য) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হলেন, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর। তিনি 'যাতুন্ নিতাকায়েন' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)'র চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে 'যাতুন্ নিতাকায়েন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, কেননা হিজরতের সময় তিনি মহানবী (সা.) এবং তার পিতার জন্য রসদপত্র প্রস্তুত করেন আর তা বাঁধার জন্য কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় নিজের কোমরবন্ধনী ছিড়ে (তদ্দারা) পাথেয় বেঁধে দেন। (অর্থাৎ) খাবারের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা কোমরবন্ধনীর কাপড় দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এবং গর্ভাবস্থায় তিনি মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর তার গর্ভ থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের জন্মগ্রহণ করেন, যিনি হিজরতের পর জন্মগ্রহণকারী সর্বপ্রথম শিশু ছিলেন। হযরত আসমা একশ' বছর আয়ু লাভ করেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে মক্কায় ইন্তে কাল করেন।

পঞ্চম সন্তান ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে উম্মে আব্দুল্লাহ্ ডাকনাম দিয়েছিলেন। তার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় ভালোবাসা ছিল। ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, যখন মাসরূক হযরত আয়েশার বরাতে কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, "আমার কাছে সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, যিনি আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদের প্রিয়তমা এবং যার নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা (আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন।"

৬৩ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনানুযায়ী ৫৮ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর। তিনি হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা আনসারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, এরা হলো তোমার দুই ভাই এবং দুই বোন। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, এ হলো আমার বোন আসমা- একে তো আমি চিনি, কিন্তু আমার দ্বিতীয় বোন কে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে খারেজার মেয়ের গর্ভে রয়েছে। অর্থাৎ, এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, অনাগত সন্তান কন্যা হবে। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে একথাগেঁথে গিয়েছিল যে, তার ঘরে কন্যা সন্তান হবে। অতএব, এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে, যিনি জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রীর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর সালাবী, পৃ: ৪৮-৫২) (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহইয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৮,৫৯) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৮) (আসাবা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯২)

কোন কোন বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র এক কন্যার বিয়ে হযরত বেলাল (রা.)'র সাথে হয়েছিল আর এটিও বর্ণি ত হয় যে, এই কন্যা তার চার স্ত্রীর মধ্যে থেকে কোন একজন স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর পক্ষ থেকে ছিল।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসের, পৃ: ৬৪৭)

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, আবু বকর (রা.) যখন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন বা তিনি কীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। এক্ষেত্রে যেখানে পরামর্শের প্রয়োজন পড়ত বা পরামর্শ কদের প্রয়োজন দেখা দিত অথবা ফিকাহ্‌বিদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলে তিনি মুহাজের এবং আনসারদের মধ্য থেকে হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত মু'আয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কেও ডাকতেন অথবা কোনো কোনো সময় অধিক সংখ্যক মুহাজের এবং আনসারদের একত্রিত করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) شَاوِرْهُمْ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, এই শব্দের প্রতি অভিনিবেশ করো। এথেকে বুঝা যায়, পরামর্শগ্রহণকারী একজন- দু'জনও নন, আর যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে তারা যেন অবশ্যই তিন বা তিনের অধিক হয়।

এরপর তিনি এই পরামর্শের প্রতি অভিনিবেশ করবেন। এরপর নির্দেশ হলো, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করলে তা পূর্ণ করো আর (এক্ষেত্রে) কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। অর্থাৎ, পরামর্শগ্রহণকারী পরামর্শগ্রহণের পর সব দিক যাচাই-বাছাইকরে সে অনুসারে কাজ করবে আর এরপর কারো তোয়াক্কা করবে না। তিনি (রা.) লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে এই দৃঢ় সংকল্পের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মানুষ যখন মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতে আরম্ভ করে তখন (তাঁকে) পরামর্শ দেওয়া হয়, উসামার নেতৃত্বাধীন যাত্রার জন্য অপেক্ষমান এই সেনাদলকে আটকে দিন। কিন্তু তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যে সেনাদল প্রেরণ করেছেন সেটিকে আমি আটকাতে পারব না। এমনটি করার মতো শক্তি আবু কোহাফার পুত্রের নেই। পরে (অবশ্য) কাউকে কাউকে রেখেও দিয়েছিলেন। যেমন- হযরত উমর (রা.)ও এই সেনাদলের সাথে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাকে তিনি রেখে দেন।

আবার যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, তারা যদিমহানবী (সা.)-কে উট বাঁধার একটি রশিও দিত তাহলে আমি তা-ও নিব। আমাকে পরিত্যাগ করে তোমরা সবাই যদি চলে যাও এবং মুরতাদদের সাথে জঙ্গালের হিংস্র জীবজন্তুও যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমি একাই তাদের সবার সাথে যুদ্ধ করব। এটি হলো দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্ত আর এরপর কী হয়েছিল তা তোমরা জানো। এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)'র দৃঢ় সংকল্প, অন্যান্য মানুষের পরামর্শ ভিন্ন ছিল কিন্তু কী হয়েছে? তিনি (রা.) যে দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন তাঁর সেই দৃঢ় সংকল্পের কারণে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় ও সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। স্মরণ রেখো! মানুষ যখন খোদাকে ভয় করে তখন সৃষ্টি বা মানুষের প্রতাপ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না।

(মনসবে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮)

এটিই হলো মনসবে খিলাফত তথা খিলাফতের আসনের তাৎপর্য।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা। মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় যুগে গনিমত, খুমুস, ফ্যায়, যাকাত ইত্যাদির যে ধনসম্পদ আসতো তা তিনি তখনই সবার সামনে মসজিদে বসে বণ্টন করে দিতেন। তাই এভাবে বলা যায় যে, এই রূপে নবীর যুগেও বায়তুল মাল বিভাগ বিদ্যমান ছিল। অবশ্য হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে বিভিন্ন (স্থানে) বিজয়ের দরুন অন্যান্য খাত ছাড়াও গণিমত ও জিযিয়া বা করের অর্থও অনেক বেশি আসতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ এতে প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে হযরত আবু বকর (রা.) একটি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক মনে করেন যাতে বণ্টন ও খরচ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখা যায়। অতএব, তিনি (রা.) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের পরামর্শক্রমে এর জন্য একটি বাড়ি নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এটি শুধু নামসর্বস্ব বায়তুল মাল ছিল। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদা এ চেষ্টাই করতেন যে, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী আসার সাথে সাথেই যেন সেগুলো বণ্টন করে দেওয়া হয়।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র স্কন্ধে অর্পিত হয়।

(আশারায়ে মুবাশ্বেরা, প্রণেতা বশীর সাজিদ, পৃ: ১৮১)

শুরুতে হযরত আবু বকর (রা.) সুনা' উপত্যকায় বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর জন্য কোনো নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত ছিল না। সুনা' ছিল মসজিদে নববী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরত্বে মদিনার শহরতলিতে অবস্থিত একটি জায়গা। একবার কেউ একজন বলে, আপনি বায়তুল মালের নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রহরী নিযুক্ত করছেন না কেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, এর নিরাপত্তার জন্য একটি তালাই যথেষ্ট, অর্থাৎ তালা লাগানো থাকলেই চলবে। কেননা, বায়তুল মালে যা-ই জমা হতো তা তিনি বণ্টন করে দিতেন। অধিকাংশ সময় এটি খালিই পড়ে থাকত। এমনকি এটি একেবারেই খালি হয়ে যেত। তিনি (রা.) মদিনায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর বায়তুল মালকে তিনি (রা.) তাঁর বাড়িতেই স্থানান্তরিত করে নেন। তাঁর রীতি ছিল, বায়তুল মালে যে সম্পদ থাকত তিনি (রা.) তা মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন, এমনকি তা খালি হয়ে যেত। বণ্টন করার ক্ষেত্রে তিনি (রা.) প্রত্যেককে সমানভাবে দিতেন। এছাড়া এই সম্পদ দিয়ে তিনি (রা.) উট, ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বণ্টন করে দিতেন। একবার তিনি (রা.) বেদুঈনদের কাছ থেকে চাদর ক্রয় করে মদিনার বিধবাদের মাঝে বিতরণ করেন।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- আল্লামা সুইয়ুতি, পৃ: ৬৩-৬৪) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৫৭) অনেকবারই হয়ত করে থাকবেন, তবে রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ একবারই করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য বায়তুল মাল থেকে সম্মানী বা ভাতা নির্ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রয়োজনাদি পূরণের জন্যও বায়তুল মাল থেকেই সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বলেন, আমার জাতি জানে, আমার এমন পেশা ছিল না যদ্দারা আমি নিজ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারতাম না। অর্থাৎ, আমার উপার্জন এতো পরিমাণ ছিল- যার মাধ্যমে আমি সহজেই পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করছিলাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অতএব, আবু বকরের পরিবার-পরিজন এখন বায়তুল মাল থেকে খাবে আর তিনি অর্থ াৎ, আবু বকর এই অর্থ দিয়ে মুসলমানদের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য করবেন আর বাণিজ্যের মাধ্যমে এ সম্পদ বৃদ্ধি করবেন।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২০৭০)

অতএব, মুসলমানরা তাঁর জন্য বার্ষি ক ৬ হাজার দিরহাম (সাম্মানিক) নির্ধারণ করে। কেউ কেউ বলে, তিনি ততটাই মঞ্জুর করেছিলেন যতটুকু তঁ ার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম ওয়ালী ছিলেন, অর্থাৎ সরকার প্রধান ছিলেন যাঁর প্রজারা তাঁর জন্য ভাতা বা সম্মানিক নির্ধারণ করে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২)

একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক দিন সকালে বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাঁধে তাঁর ব্যবসার কাপড় ছিল। পথিমধ্যে তাঁর সাথে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)'র সাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! কোথায় যাচ্ছেন? তিনি (রা.) বলেন, বাজারে যাচ্ছি। তারা বলেন, আপনি মুসলমানদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কী করছেন? তিনি বলেন, তাহলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ কীভাবে করব? তখন তাঁরা তাঁকে একথা বলে সাথে নিয়ে যান যে, আমরা আপনার জন্য অংশ নির্ধারণ করব।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

অতএব, বার্ষিক ৩ হাজার দিরহাম সম্মানী নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ৬ হাজার দিরহাম (সম্মানী নির্ধারণ হয়), যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, পুরো খিলাফতকালে তাঁকে ৬ হাজার দিরহাম দেয়া হয়েছিল। একইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রায় সর্বসম্মতভাবে এটি পাওয়া যায় যে, যদিও হযরত আবু বকর (রা.) নিজের এবং পরিবার-পরিজনের চাহিদা পূরণের জন্য সম্মানী নিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি সাকুল্য অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব, একটি রেওয়ায়েত রয়েছে (যাতে বর্ণিত হয়েছে), তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) ওসীয়্যত করেন, তাঁর জমি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে যেন সেই অর্থ পরিশোধ করা হয় যা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২) (তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

আরেকটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত আয়েশা (রা.)-কে তিনি বলেন, খলীফা হওয়ার পর থেকে আমি মানুষের কোনো দিনার বা দিরহাম খাই নি। বরং সাধারণ খাবার খেয়েছি এবং মোটা কাপড় পড়েছি। এছাড়া মুসলমানদের গনিমতের মাল থেকে কেবল এই জিনিসগুলো রয়েছে যে, দাস, উট এবং চাদর। অতএব, আমার মৃত্যুর পর এসব জিনিস উমরের নিকট পাঠিয়ে দিও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (রা.) মৃত্যু বরণ করার পর সেসব জিনিস আমি হযরত উমর (রা.)'র নিকট পাঠিয়ে দিই। হযরত উমর (রা.) সেগুলো দেখে কাঁদতে আরম্ভ করেন। এমনকি তাঁর অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়তে থাকে আর তখন হযরত উমর (রা.) (বার বার) শুধু একথাই বলছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করুন; তিনি (রা.) তাঁর পরবর্তীদের বিপদে ফেলে গেছেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭১)

হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যু বরণ করার পর হযরত উমর (রা.) গুটিকতক সাহাবীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বায়তুল মালের (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ করেন। তখন হযরত উমর (রা.) সেখানে কোনো জিনিস, অর্থাৎ দিনার বা দিরহাম পান নি।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- আল্লামা সুইয়ুতি, পৃ: ৬৪)

কিছুই ছিল না, একদম খালি ছিল। তিনি সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি (রা.) বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে বিচার বিভাগকে রীতিমতো প্রতিষ্ঠা করা না হলেও তিনি (রা.) তাঁর বিচার বিভাগের দায়িত্ব হযরত উমর (রা.)'র ওপর অর্পণ করে রেখেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আপনার পক্ষ থেকে আদালতের বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করব। হযরত উমর (রা.) এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে দু 'জন মানুষও তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আসে নি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫১)

কোনো ঝগড়াবিবাদই হতো না। কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হতো না। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। কোনো মামলা এলেও হযরত আবু বকর (রা.) তা সমাধানের জন্য নিজেই সময় বের করে নিতেন। নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিতেন।কাযা বা বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত উমর (রা.) এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নিম্নবর্ণিত সাহাবীরা নিযুক্ত ছিলেন:হযরত আলী (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসার, পৃ: ৬৯৯-৭০০)

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, তৎকালে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সততার মান এমন ছিল যে, মাসের পর মাস পেরিয়ে যেতো অথচ দু'জন লোকও (বিচার নিয়ে) মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসতো না।

(তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ সম্পর্কে লেখা আছে যে, নতুন নতুন গোত্র এবং জনগোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করছিল এবং অবস্থার নিরিখে কতক নতুন নতুন ফিকাহ্ বিষয়ক সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছিল তাই হযরত আবু বকর (রা.) সাধারণ মুসলমানদের সুবিধার্থে এবং দিকনির্দেশনার জন্য ফতোয়া বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে ফতোয়া দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন। কেননা, এসব সাহাবী "তাফাক্কাহু ফিদ্দীন" (তথা ধর্ম বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী) এবং জ্ঞান ও (কোনো কিছু) ব্যাখ্যা করার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)ও ফতোয়া

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)

প্রদানকারী ঐসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া প্রদানের অনুমতি ছিল না।

(আশারায়ে মুবাশ্বেরা, প্রণেতা- বশীর সাজিদ, পৃ: ১৮২) সৈয়দানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসির, পৃ: ৭০০)

একজন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করা বা লেখালেখির বিভাগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, আধুনিক যুগের পরিভাষায় 'কাতেব'-কে রাষ্ট্রের সচিব বা সেক্রেটারি বলা উচিত। অর্থাৎ সেই সচিব যিনি মিটিং-এর নোটস নেন এবং মিটিং-এর সিদ্ধান্তসমূহ পড়ে শোনান। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু সরকারি অধ্যাদেশ লেখা, চুক্তিনামা সম্পাদন বা লেখা এবং অন্যান্য লেখালেখিরকাজের জন্য কিছু লোক নির্ধারিত ছিলেন। লেখালেখির কাজে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। অতএব, (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.)'র যুগেও এই দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল।

(আসসিদ্দীক, প্রণেতা- প্রফেসর আলি মহসিন সিদ্দীকী, পৃ: ১৯৪)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) এই লিপিবদ্ধ করা বা লেখালেখির বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং অনেক সময় তার কাছে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবী যেমন, হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত উসমান (রা.)ও এই দায়িত্ব সম্পাদন করতেন।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ১৬২)

সামরিক বিভাগ। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সেনা ব্যবস্থাপনা ছিল না। জিহাদের সময় প্রত্যেক মুসলমানই মুজাহিদ বা যোদ্ধা হতেন। গোত্র অনুযায়ী সেনা বণ্টন হতো। প্রত্যেক গোত্রের নেতা ভিন্ন ভিন্ন হতো আর এবং তাদের সবার ওপর থাকতো আমীর উল্ উমারা বা প্রধান সেনাপতির পদ, যেটি হযরত আবু বকর (রা.) প্রবর্তন করেছিলেন।

(সৈয়দানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসির, পৃ: ৭০১)

হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যে আমদানি হতো তার একটি নির্ধারিত অংশ সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য পৃথক করে রাখতেন যদ্দারা অস্ত্রশস্ত্র এবং মালামাল পরিবহনের জন্য পশু ক্রয় করা হতো। এছাড়া জিহাদের উট এবং ঘোড়া লালনপালনের জন্য কতক চারণভূমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

(কমান্ডর সাহাবা, প্রণেতা- আল্লামা মহম্মদ শোয়েব চিশতি, পৃ: ৮৭-৮৮)

একজন জীবনীকার লিখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র সামরিক ব্যবস্থাপনা সেই বেদুঈন পদ্ধতির অধিক নিকটবর্তী ছিল যা মহানবী (সা.)-এর (নবুয়্যত) কালেরও পূর্বে আরব গোত্রগুলোর মাঝে প্রচলিত ছিল। সেসময় সরকারের কাছে কোনো সু শৃঙ্খল সেনাদল ছিল না বরং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা প্রদানের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করতো। যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হতো তখন বিভিন্ন গোত্র অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তো এবং শত্রুদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতো। রসদপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গোত্রগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো না বরং নিজেরাই এসব জিনিসের ব্যবস্থা করতো। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের বেতন-ভাতাও দেওয়া হতো না, বরং সেই গনিমতের মাল (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেই) তারা নিজেদের সেবার বিনিময় মনে করতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যে গনিমতের মাল লাভ হতো তার পাঁচভাগের চারভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো এবং পঞ্চমাংশ খলীফার সমীপে রাজধানীতে প্রেরণ করা হতো যা তিনি বায়তুল মালে জমা করে দিতেন। 'খুমুস'(এক-পঞ্চমাংশ)-এর মাধ্যমে রাজ্যের নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহ করা হতো।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৪৫৬-৪৫৭)

তিনি (রা.) যুদ্ধের সেনাপতিদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যুদ্ধে যাদেরকে আমীর উল্ উমারা নিযুক্ত করা হতো, তাদের সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধে গমনকারী সেনাপ্রধান ও কমাণ্ডারদেরও দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন।

হযরত উসামা (রা.)'র সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি।

তোমরা খিয়ানত (তথা বিশ্বাসঘাতকতা) করবে না এবং মালে গনিমত থেকে চুরি করবে না। তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, মুসলা (তথা নিহত ব্যক্তির চেহারা বিকৃত) করবে না, কোনো শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না; তা জ্বালাবে না এবং ফলবান কোনো বৃক্ষ কাটবে না। খাবার উদ্দেশ্য বৈ কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না; প্রয়োজন হলে (জবাই) করবে, অন্যথায় নয়। তোমরা এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেদেরকে গির্জায় উৎসর্গ করে রেখেছে। কাজেই, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিও; যারা রাহেব বা সন্ন্যাসী- তাদেরকে কিছু বলবে না। তোমরা এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তোমাদেরকে বাহারি খাবার বিভিন্ন পাত্রে পরিবেশন করবে। তোমরা সেগুলো আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (তথা বিসমিল্লাহ্ বলে) খাবে। এমন লোকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের মাথার চুল মাঝ থেকে মুণ্ডন করে রেখেছে আর চতুর্দিক থেকে পট্টির (তথা জুলফির) ন্যায় চুল রেখে দিয়েছে। তরবারি দ্বারা তাদের শায়েস্তা করবে, কেননা এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিদাতা এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাত্রা করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সব ধরনের আঘাত, প্রত্যেক ধরনের রোগ-বালাই এবং প্লেগ থেকে নিরাপদ রাখুন।"

(তারিখুত তাবারী, লি আবি জাফর মহম্মদ বিন হারির তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণকালে বলেন। পূর্বেও আমি এটি বর্ণনা করেছি; বিগত খুতবায়। কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারমর্ম পুনরায় বর্ণনা করছি। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্মরণ রাখার মতো। (বিশেষত) প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য মনে রাখার মতো বিষয়।

তিনি (রা.) বলেন,আমি তোমাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছি যাতে আমি তোমাকে পরীক্ষা করি, তোমাকে যাচাই করি এবং তোমাকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে তোমার তরবীয়ত করি। যদি তুমি তোমার দায়িত্বাবলি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করো তাহলে তোমাকে পুনরায় তোমার দায়িত্বে নিযুক্ত করব এবং তোমাকে আরও পদোন্নতি দিব। আর তুমি অলসতা দেখালে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বনকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। তিনি তোমার ভেতরটা সেভাবেই দেখতে পান যেভাবে বাইরেরটা দেখেন। মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অধিক নিকটবর্তী যে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালন করে এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যে নিজ কর্ম দ্বারা সবচেয়ে বেশি তাঁর নৈকট্য অর্জন করে। এরপর বলেন, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এসব বিষয় চরম অপছন্দনীয়। এরপর বলেন, তুমি তোমার সেনাদলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে আর তাদেরকে যখন হিতোপদেশ দিবে তখন তা সংক্ষেপে দিও, কেননা দীর্ঘ আলোচনা অনেকবিষয় বিস্মৃত করে দেয়। তুমি নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখবে। তোমার জন্য অন্যরাও সংশোধিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, নেতা যদি নিজেকে সৎ রাখে, কর্মকর্তা যদি নিজেকে সৎ রাখে তাহলে আপনাআপনিমানুষের সংশোধন হয়ে যায়)। আর নামায যথাসময়ে পূর্ণ রুকু ও সেজদার মাধ্যমে আদায় করবে। (নিয়মিত নামায পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)।

এরপর বলেন, শত্রুপক্ষের কোনো দূত তোমার কাছে আসলে তাকে সম্মান করবে, তাকে খুব কম সময় অবস্থান করতে দিবে (অর্থাৎ তোমাদের কাছে তারা যেন অধিক সময় অবস্থান না করে) আর তোমাদের সেনাদলের কাছে থেকে যেন দ্রুত চলে যায়। সেনাদলের সাথে বেশিক্ষণ অবস্থান না করে দ্রুত যেন চলে যায় যাতে করে তারা সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুব একটা জানতে না পারে। তাদেরকে নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত করবে না। খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে। তিনি (রা.) বলেন, নিজেদের লোকদেরকে তার সাথে আলাপ করতে বারণ করবে। সবাইকে এসব দূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে দিবে না। তারা যেখানে চাইবে ঘুরে বেড়াবে আর সবার সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকবে তা যেন না হয়। তারা কেবল নির্ধারিত লোকদের সাথেই সাক্ষাৎ করবে বা কথা বলবে। সর্বসাধারণের মাঝে যেন ঢুকে না যায়। তুমি যখন নিজে তাদের সাথে কথা বলবে তখন নিজেদের গোপনীয়তা তাদের সামনে প্রকাশ করবে না। অর্থাৎ নিজেও দূতদের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কথা বলবে। এরপর {তিনি (রা.)} পরামর্শ করার বিষয়ে বলেন, কারো কাছ থেকে তুমি পরামর্শ নিতে চাইলে সত্য বলবে তাহলে সঠিক পরামর্শ পাবে। পুরো বিষয় স্পষ্ট করে বলে পরামর্শ নিবে। পরামর্শদাতার কাছে (সংশ্লিষ্ট) কোন তথ্য গোপন করবে না, নইলে তোমার (এহেন কাজের) জন্য তুমিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একজন কর্মকর্তা বা নেতা বা কমান্ডার কীভাবে পুরো দিনের তথ্য বা খবরাখবর সংগ্রহ করবে এ সম্পর্কে {আবু বকর (রা.)} বলেন, নিজের বন্ধুদের সাথে রাতের বেলা কথা বলো। সন্ধ্যায় (তাদের সাথে) বসো, তাদের মধ্য থেকে

(উপযুক্ত) লোক নির্বাচন করে তাদের সাথে কথা বলো, তাহলে তুমি তথ্য বা খবরাখবর পেয়ে যাবে। অধিকাংশ সময় অবগত না করেই অকস্মাৎ তাদের চৌকি পরিদর্শন করবে, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করা-ও আবশ্যক। যাকে নিজের দায়িত্বে উদাসীন পাবে তাকে ভালোভাবে উপদেশ দিবে। এরপর তিনি বলেন, শাস্তি প্রদানে ব্যতিব্যস্ত হবে না আর একেবারে উপেক্ষাও করবে না। দু'টোই আবশ্যক অর্থাৎ, শাস্তি প্রদানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যতিব্যস্তও হওয়া যাবে না আর একেবারে উদাসীনও হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কিছুই বলবে না তা যেন না হয়। নিজ সেনাবাহিনী সম্পর্কে উদাসীন হবে না। তাদের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরী করে তাদেরকে অপদস্থ করবে না। সবসময় নিজের লোকদের (পেছনে) গোয়েন্দাগিরী করতে থাকবে না, কেননা এতে তাদের অপমান হয়। তাদের গোপন কথা লোকদের কাছে বর্ণনা করবে না। তুমি কারোগোপন তথ্য জানতে পারলে তা অন্য কাউকে বলবে না। অথর্ব লোকদের সাথে বসবে না ,সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত লোকদের সাথে উঠা-বসা করবে। কাপুরুষ হবে না, তাহলে অন্যরাওকাপুরুষ হয়ে যাবে। গনিমতের মাল খিয়ানত করবে না, কেননা এটি অভাবের নিকটবর্তী করে এবং বিজয় ও ঐশী সাহায্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২৫৩-২৫৪)

এখানে আমি অনেকগুলো বিষয় বর্ণনা করেছি এর মধ্যে কিছু নতুন বিষয় যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো সেনাকর্মকর্তাদের ছাড়া আমাদের (জামা'তের) পদাধিকারীদের জন্যওআবশ্যক। এগুলো তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত তখনই কাজে বরকত সৃষ্টি হবে। এই সারাংশ আমি পুনরায় এজন্য বর্ণনা করছি যাতে (এগুলো) কর্মকর্তাদের স্মরণে থাকে।

ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করার বিষয়ে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এসব প্র দেশে তিনি (রা.) আমীর ও গভর্নর নিযুক্ত করেন। মদিনা ছিল তাদের রাজধানী, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হিসাবে সমাসীন ছিলেন।

(আবু বাকার আস সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃঃ ১৭৬-১৮০,১৮১)

কর্মকর্তা নিয়োগ করার পন্থা সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র কার্যরীতি এই ছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে কোনো জাতির ওপর গভর্নর নিযুক্ত করার সময় খেয়াল রাখতেন যে, উক্ত জাতির লোকদের মাঝে কোনো নেক ও পুণ্যবান সদস্য আছে কিনা,তাহলে তাদের মধ্য থেকেই গভর্নর নিযুক্ত করতেন।

তায়েফ এবং অন্যান্য গোত্রের ওপর তাদেরই মধ্য থেকেই গভর্নর নিযুক্ত করেন আর তিনি যখন কাউকে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করতেন তখন উক্ত অঞ্চলে তার গভর্নর হওয়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে দিতেন। আর অধিকাংশ সময় সে অঞ্চলে পোঁছার রাস্তাও তার জন্য নির্ধারণ করে দিতেন। আর তাতে সেসব স্থানেরও উল্লেখ করতেন যেখান দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হতো। বিশেষভাবে এই নিযুক্তি যদি ঐসব অঞ্চলে হতো যা এখনও বিজিত হয় নি এবং ইসলামী খিলাফতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতো। সিরিয়া ও ইরাক বিজয়াভিযান এবং রাষ্ট্রদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর কখনো কখনো তিনি কোনো কোনো অঞ্চলকে অপর অঞ্চলের সাথে যুক্ত করে দিতেন; বিশেষভাবে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের পর এমনটি করা হয়। অতএব, হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ, যিনি হাযারা মওতের গভর্নর ছিলেন, কিন্দাকেও তার তত্ত্বাবধানে যুক্ত করে দেওয়া হয় আর এরপর তিনি হাযারা মওত ও কিন্দা উভয়ের গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃঃ ১৭৯)

হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে কর্ম কর্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতাকে দৃষ্টিপটে রাখা হতো। এছাড়া এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতো যিনি সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। [যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন, তাদেরকে কর্ম কর্তা নিযুক্ত করা হতো; এই বিষয়টিকে অগ্রগণ্য করা হতো বা অগ্রাধিকার দেওয়া হতো।] এই বিষয়ে তাঁর মানদণ্ড ছিল এরূপ- যে ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) যে কাজের জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তিনি (রা.) সে বিষয়ে আদৌ কোনো পরিবর্তন করতেন না। যেমন, মহানবী (সা.) হযরত উসামাকে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে কিছু লোক যৌক্তিক কারণে এই পদে কোনো প্রবীণ সাহাবীকে নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি (রা.) হযরত উসামাকেই এই পদে বহাল রাখেন। একইভাবে তিনি (রা.) এ-ও দেখতেন যে, মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে কে বেশি কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। একারণেই তিনি অধিকাংশ এবং বেশিরভাগ দায়িত্ব সেসব ব্যক্তির স্কন্ধে অর্পণ করতেন যারা মক্কা-বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো গোত্রগত পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির রীতি অবলম্বন করেন নি। এরূপ কঠোর নীতি ও উন্নত মানদণ্ডের কারণেই তাঁর নিযুক্ত কর্ম কর্তা ও শাসকগণ সর্বদা নিজেদের সর্বোত্তম নৈপুন্য ইসলাম এবং মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসির, পৃ: ৬৯৩)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্ম কর্তা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর মতামতকেও সম্মান দেখাতেন। যেমন, হযরত আলা বিন হাযরামী মহানবী (সা.)-এর যুগে বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে তাকে সেখান থেকে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে বাহরাইনবাসীরা হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে নিবেদন করে যে, হযরত আলাকে যেন তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। তাই হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলা বিন হাযরামীকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। (ফুতুহুল বুলদান লি বালাযারি, পৃ: ১৩১)

কর্মকর্তাদেরও তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন; এ সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) শাসকদের নিযুক্ত করার সময় স্বয়ং তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন আস ও ওয়ালীদ বিন উকবাকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, বাহ্যিক ও অভ্যন্ত রীণ বিষয়ে খোদাকে ভয় করতে থাকো; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ সুগম করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিয্‌ক প্রদান করেন, যেখান থেকে পাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে, তিনি তার পাপ ক্ষমা করে দেন [অর্থাৎ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেন] এবং তাকে তার প্রতিদান বাড়িয়ে দেন। সেসব বিষয়ে খোদা তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করা উত্তম যেসব বিষয়ে খোদা তা'লার বান্দারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করে। তোমরা খোদা তা'লার পথসমূহের মধ্যে একটি পথে যাত্রা করছ, তাই যে বিষয় তোমাদের ধর্মের শক্তি এবং তোমাদের রাষ্ট্রের সুরক্ষার কারণ হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের আলস্য প্রদর্শন অমার্জনীয় অপরাধ। তাই তোমাদের পক্ষ থেকে কখনো অলসতা বা ঔদাসীন্যদেখানো উচিত নয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২)

হযরত মুসতাওরেদ বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাদের (পক্ষ থেকে) কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে, সে যেন একজন স্ত্রী রাখে এবং যদি তার কাছে কোনো খাদেম বা সেবক না থাকে তবে একজন সেবক রাখে, আর যদি তার কাছে থাকার মতো বাসস্থান না থাকে তবে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি রাখে। মুসতাওরেদ বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলো ছাড়া একটি জিনিসও নেয়, সে খিয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক, অথবা তিনি (রা.) বলেন, সে চোর।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ, হাদীস-২৯৪৫)

কর্মকর্তাদের কীভাবে জবাবদিহিতা করতে হতো, হযরত আবু বকর (রা.) কর্মকর্তা ও শাসকদের প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। যেহেতু তারা মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এজন্য হযরত উমর (রা.)'র (রীতির) বিপরীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন। [তারা কী করছে তার ওপর তিনি (রা.) দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু ছোটখাটো বিষয়গুলো উপেক্ষা করতেন।] তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কর্মকর্তা ও লোকদেরকে বন্দি করতেন না; তবে কেউ যদি বড় কোনো ভুল করতো তাহলে তিনি তাকে উপযুক্ত শাসন অবশ্যই করতেন, তা সে পদের দিক থেকে যত বড়ই হোক না কেন। হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যার ব্যাপারেতিনি জানতে পারেন যে, তিনি এমন এক নারীর দাঁত উপড়ে ফেলেন যে মুসলমানদের বিদ্রুপ করতো, এতে তিনি দ্রুত মুহাজের (রা.)-কে ভর্ৎসনা করে পত্র লিখেন। এমনকি হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদেরও

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)**

কোনো অবহেলা সম্পর্কে অবগত হলে তিনি তাকেও ভর্ৎসনা করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আবুন নাসির, পৃ: ৬৯৫)

আমীর ও গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) বিভিন্ন অঞ্চল, শহর ও জনপদে যেসব গভর্নর ও আমীর নিযুক্ত করেছিলেন তাদের স্কন্ধে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কাজ অর্পণ করা হয়েছিল। আমীর এবং তাদের নায়েবদের আর্থিক বিষয়াদির দায়িত্বও ছিল। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে সম্পদশালীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করতেন আর অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া বা কর আদায় করে বায়তুল মালে জমা করতেন। মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই তারা এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে সম্পাদিত সকল চুক্তির নবায়ন করা হয়। নাজরানের গভর্নর, মহানবী (সা.) এবং নাজরানবাসীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন করেছিল; কেননানাজরানবাসী খ্রিষ্টানরা এর দাবি করেছিল। আমীরগণ নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ইসলামের তবলীগ ও দাওয়াত এবং প্রচার ও প্রসারের কাজে ষোলো আনা ভূমিকা রাখতেন।

তাদের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে গোলবৈঠক করে মানুষকে কুরআন,ইসলামী বিধিনিষেধ এবং শিষ্টাচার শেখাতেন আর তারা এগুলো মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে করতেন। এই দায়িত্ব মহানবী (সা.) এবং তাঁর খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)' র দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতো। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র আমীর ও গভর্নরগণ এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং খুব ভালোভাবে সম্পাদন করেছেন। এমনকি একজন ঐতিহাসিক হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক হাযারা মওতে নিযুক্ত আমীর যিয়াদ বিন লাবীদ সম্পর্কে লিখেছেন, সকাল হলে যিয়াদ লোকদেরকে কুরআন পড়ানোর জন্য আসতেন যেমনটি তিনি আমীর হওয়ার পূর্বে কুরআন পড়াতে আসতেন। একইভাবে তালীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে এসব আমীর নিজ নিজ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিজিত অঞ্চল, মুরতাদ ও বিদ্রোহী প্রবণঅঞ্চলগুলোতে এই তালীম ও তরবিয়তী কার্যক্রমের ফলেই ইসলাম সুদৃঢ় হয়। এমন অঞ্চল, যেখানকার বাসিন্দারা নবাগত মুসলমান ছিল আর ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনবহিত ছিল;সেসব অঞ্চলে এই শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়। এছাড়া ইসলামের শক্তিশালী কেন্দ্রগুলো যেমন মক্কা মুকাররমা, তায়েফ ও মদিনা মুনাওয়ারাতেও এমনসব মুয়াল্লেম নিয়োজিত ছিলেন, যারা মানুষের তালীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করতেন। এসব কিছুই খলীফা অথবা আমীরের নির্দেশে হতো, অথবা খলীফা বিশেষভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যাদেরকে তালীমের কাজে নিযুক্ত করতেন তিনি এ দায়িত্ব পালন করতেন। আঞ্চলিক আমীর বা গভর্নর স্বয়ং নিজ প্রদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হতেন। তাকে কোনো সফরে যেতে হলে তার নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতে হতো যিনি তার ফিরে আসা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। এর দৃষ্টান্ত এরূপ, হযরত মুহাজের বিন আবি উমাইয়্যাকে মহানবী (সা.) কিন্দার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)ও তাকে একই পদে বহাল রাখেন। মুহাজের (রা.) তার অসুস্থতার কারণে ইয়েমেন যেতে পারেন নি, তাই তিনি মদিনায় অবস্থান করেন আর নিজের স্থলে যিয়াদ বিন লাবীদকে প্রেরণ করেন যেন তার নিরাময় এবং ইয়েমেনে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তিনি তার দায়িত্বাবলী পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ইরাকে গভর্নর থাকাকালীন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হীরায় তারপ্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত নিজের নায়েব নিযুক্ত করতেন।

(হযরত আবু বাকার কি যিন্দগী কে সুনহারে ওয়াকেয়াত, প্রণেতা- আব্দুল মালিক মুজাহিদ, পৃ: ১৮৮-১৮৯)

এই স্মৃতিচারণ চলছে, ইনশাল্লাহ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

****

পত্রাদি ও অনুষ্ঠানসমূহের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে সংগৃহীত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন তসবীহ্‌র নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন যে, এই নামাযে পঠিত তসবীহ চার রাকাতে তিনশ কিভাবে পূর্ণ হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালে ২৫ শে জুলাই তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

নামাযে তসবীহ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হুযুর (সা.) নিজে কখনও এই নামায পড়েন নি আর তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে কেউ এই নামায পড়েছেন তার প্রমাণও পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য আবির্ভূত হুযুর (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও কখনও এই নামায পড়েছেন বলে কোনও বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

প্রশ্ন: সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে পাওয়া লভ্যাংশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, এটি সুদের পর্যায়ে পড়ে কি না?

হুযুর আনোয়ার ২০২১ সালের ২৩ শে আগস্ট তারিখের চিঠিতে এই উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

"ব্যাংক কিম্বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র নির্ধারিত মুনাফা পাওয়ার পূর্বশর্তে অর্থ সঞ্চিত রাখা বৈধ নয়। কেননা সেই মুনাফা সুদের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যদি কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লাভ ও ক্ষতির সমান অংশীদার হওয়ার শর্তে অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়, যেমনটি আমাদের পাকিস্তানে পি.এল.এস অর্থাৎ প্রফিটএন্ড লস শেয়ারিং' খাতা হয়, এই সব খাতায় পাওয়া অতিরিক্ত অর্থ সুদের মধ্যে পড়ে না আর মানুষ তা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

তাছাড়া সরকারি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু নিজেদের মূলধনকে দেশের জনকল্যাণের স্বার্থে বিনিয়োগ করে আর জনসেবামূলক কাজগুলি থেকে শুধু সেই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আর আমানত সঞ্চয়কারীরাই লাভবান হয় না, বরং এর থেকে সেদেশের সর্বসাধারণও লাভবান হয়। এছাড়াও এই সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজি থেকে দেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হয় এবং কর্মসংস্থান তৈরী হয় যা সরকারের আয় বৃদ্ধি ঘটায়। এমতাবস্থায় এই সব সরকারি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যখন নিজেদের কাছে আমানত সঞ্চয়কারী সর্বসাধারণকে নিজেদের লভ্যাংশের অংশীদার বানায় এবং নিজেদের লভ্যাংশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অংশ তার খাতাধারকদেরও বন্টন করে দেয় তখন তা বৈধ। আর এই অতিরিক্ত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলিকে মানুষের সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: জার্মানী জামাতের সেক্রেটারী আমুরে এক আহমদী ব্যক্তির অ-আহমদী মেয়েকে নিকাহ করা, পরে তাকে তালাক দেওয়া এবং সেই মহিলার বয়আত করা সংক্রান্ত ঘটনা উপস্থাপন করে মাননীয় মুফতি সাহেবের নিকট সেই নিকাহর শরিয় বৈধতার বিষয়ে জানতে চান। বিষয়টি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি ২৫ শে জুলাই ২০২২ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

সেই ব্যক্তি যদি এই নিকাহটি মেয়ে এবং তার অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে হয়ে থাকে আর জামাতী ব্যবস্থাপনা অধীনে নিকাহর জন্য তারা ফর্মও পূরণের মাধ্যমে নিকাহ নথিভুক্ত করিয়ে থাকে আর যে জামাতে তারা বাস করে সেই অঞ্চলের মানুষ তাদের নিকাহ সম্পর্কে অবগত থাকে তবে নিকাহটি বৈধ ও সঠিক। কিন্তু এই নিকাহ্‌র ক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না রেখে লুকিয়ে নিকাহ পড়ানো হয় আর উভয় পক্ষের আশপাশের লোকেদের জানানো উদ্দেশ্যে যদি নিকাহর পরেও তার প্রচার না করা হয়ে থাকে তবে সেটি গোপন নিকাহার পর্যায়ে পড়বে। সুতরাং এর জন্য উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে তা সঠিক।

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

এখন অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এক ঘন্টা কোনও বিষয় নয়। আপনাদের সকালে এক ঘন্টা অন্তত নফল পড়া উচিত। আর বাকি দিনগুলিতেও চেষ্টা করে সেই ধারা বজায় রাখুন। দোয়াই আসল জিনিস। দোয়ার দ্বারাই কাজ হবে ইনশাআল্লাহ্‌। দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক উন্নত করুন। এটাই আমাদের জন্য আসল জিনিস। দোয়া এবং ইসতেগফারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ জার্মানীর কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অনলাইন সাক্ষাত

২১শে জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে গ্রেটার লণ্ডন অঞ্চলে কর্মরত মুরুব্বীগণ সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ইসলামাবাদের টিলফোর্ড স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। ৫৫ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মুরুব্বীগণ হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন করেন, এবং হুযুরের দোয়া এবং দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

ব্রিটেনের মিশনারী ইনচার্জ মননীয় আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, যে সমস্ত মুরুব্বী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন তাদের সংখ্যা ৩১জন আর অফিসে কর্মরত মুরুব্বীদের সংখ্যা ১০জন। আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মুরুব্বীদের সংখ্যা ১৮ জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যারা অফিসে কাজ করছেন তাদেরও কিছু কিছু জায়গায় ডিউটিতে নিযুক্ত করা উচিত যেখানে মুরুব্বী নেই বা যেখানে স্থানীয় জামাতের লোকেরা নামায সেন্টারে নামায পড়ায়। তাঁরা সেখানে গিয়ে অন্তত নামায পড়াবে। আর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দরসও দেওয়া যেতে পারে। কোভিড হওয়ার পর থেকে মসজিদগুলিতে দরস দেওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ সকালে পাঁচ সাত মিনিট তফসীরের দরস দেওয়া যেতে পারে, এতে সমস্যা নেই কোনও। আমরা এখানে মসজিদ মুবারকে দরস বন্ধ করি নি। দরস বলেও কোনও বস্তু আছে সেটাও বোঝা দায় ওঠে, সেইরকম একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বেন না। মসজিদগুলি গরম রাখার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যেখানে নামায সেন্টার রয়েছে সেগুলিকে গরম রাখার ব্যবস্থা নিন। কিন্তু সামান্য জানালাও খোলা থাকা দরকার যাতে হাওয়া চলাচল অব্যাহত থাকে।আর মুরুব্বীগণ যখন দরস দিতে আসেন বা জনসমক্ষে আসেন,তখন তারা যেন নাকে ভিকস লাগিয়ে ও মাস্ক পরে সরকার নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেন।

নামায পড়া যেতে পারে। সরকার যখন নিষেধ করেছিল তখন তা যথাযথ ছিল। এখন যেহেতু সরকার নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল করেছে, তাই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে এর থেকে যতটুকু লাভবান হওয়া যায় ততটুকু হওয়া উচিত। বাজারে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। প্রত্যেক স্থানের মুরুব্বীদেরকে নিজের এলাকার জামাত সদস্যদেরকে এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে অহেতুক বাজারে যেন তারা ঘোরাঘুরি না করে, সরকার নিষেধ করেছে। নামাযের জন্য নিজস্ব জায়েনামায সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন কিম্বা সিজদার জায়গায় রাখার জন্য এক টুকরো কাপড় নিয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল, মসজিদের কার্পেটের উপর প্রতিদিন হুভার চালানো উচিত।আর প্রতিদিন এশার নামায হওয়ার পর ধুনো দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে যেন। প্রতিটি মসজিদে ধুনি থাকা উচিত। ধুনো দেওয়ার পর ভালভাবে মসজিদ বন্ধ করে দিন। যদি ফায়ার এলার্ম লাগানো থাকে আর ধুনো দিচ্ছেন তবে এর ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখুন।

একজন মুরুব্বী সাহেব বলেন, সাউথ আল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে যে সাউথ ওলের সমস্ত উপাসনাগারগুলি বন্ধ করে হোক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবে ফজরের পর প্রতিটি বাড়িতে দরসের ব্যবস্থা হোক আর প্রত্যেককে জানিয়ে দিতে হবে যে কতটুকু দরস দিতে হবে। আর যারা দরস দিতে পারবে না তাদের জন্য আপনি বসে দরস দিবেন আর তারা অন লাইন শুনে নিবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশাসন বললে বন্ধ করে দিন, কিন্তু আগে ভালে করে সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করে নিন, বিস্তারিত খবর জেনে নি।

তবলীগ বিভাগের একজন মুরুব্বী সাহেবকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, বছরে কতগুলি বয়আতের লক্ষ্য রাখা হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন: বছরে ১৫০ জন বয়আতের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইতিমধ্যে ৬৪টি বয়আত হয়ে গেছে। হুযুর বলেন: বেশ ভাল। মাশাআল্লাহ্‌। এর মধ্য থেকে বিবাহের মধ্য দিয়েবয়আত করেছে তাদের সংখ্যা কত আর যারা পড়াশোনা করে জামাতকে বুঝে বয়আত করেছে তাদের সংখ্যা কত? মুরুব্বী সাহেব বলেন, যারা নিজে পড়াশোনা করে বয়আত করেছেন তাদের সংখ্যাই বেশি।

ইতিহাস বিভাগের একজন মুরুব্বী সাহেব বলেন যে তিনি যুক্তরাজ্যের জামাতের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সংকলন করার তৌফিক পাচ্ছেন। এছাড়া তিনি ভয়েস অফ ইসলাম রেডিওতে সঞ্চালক হিসেবেও অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার তবলীগ বিভাগেও তিনি কিছু না কিছু কাজ করার তৌফিক লাভ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ্‌। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে থাকুন। এটা আপনার জন্য ভাল হবে। কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হোক বা না হোক, কেউ পছন্দ করুক না করুক তা নিয়ে হতাশ হবেন না। যেভাবে নিজের গবেষণা করছেন তা অব্যাহত রাখুন আর প্রবন্ধ লিখতে থাকুন।

হেয়াস জামাতের মুরুব্বী সাহেবকে হুযুর আনোয়ার বলেন, নবীনদের কাছে টানার চেষ্টা করুন। এই সময় অন্তত পক্ষে তাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করে তুলুন।

আল্লাহ্‌ তা'লার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী প্রসঙ্গে হুযুরর আনোয়ার বলেন- এখন অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এক ঘন্টা কোনও বিষয় নয়। আপনাদের সকালে এক ঘন্টা অন্তত নফল পড়া উচিত। আর বাকি দিনগুলিতেও চেষ্টা করে সেই ধারা বজায় রাখুন। দোয়াই আসল জিনিস। দোয়ার দ্বারাই কাজ হবে ইনশাআল্লাহ্‌। দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক উন্নত করুন। এটাই আমাদের জন্য আসল জিনিস। দোয়া এবং ইসতেগফারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিন।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় প্রথম স্থানে আসার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা ওয়াকফে জাদীদে প্রথম স্থানে চলে এসেছেন, এবারও আসতে হবে। অনেক চেষ্টা করেছেন আপনারা। অনেক চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। জার্মানী জামাতও প্রায় আপনাদের সমপরিমাণ চাঁদা সংগ্রহ করেছিল। আপনারা কম চাঁদা সংগ্রহ করলে হয়তো জার্মানী এক নম্বরে চলে আসত। কিন্তু এবার আপনারা বেশি পরিশ্রম করেছেন যার কারণে জার্মানী জামাত চেষ্টা করেও পিছিয়ে পড়েছে আর আপনারা অনেক এগিয়ে গেছেন।

হুযুর আনোয়ার লাজনাদের পরিশ্রম এবং চাঁদা দানের প্রশংসা করে বলেন:লাজনারা ওয়াকফে জাদীদকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তারা অনেক পরিশ্রম করেছে। কিভাবে পরিশ্রম করতে হয় তা আপনারাও মনে হচ্ছে লাজনদের কাছ থেকে কিছুটা শিখেছেন।

(সৌজন্যে: আলফযল ইন্টারন্যাশাল, ২১ শে অক্টোবর, ২০২১)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, Amaipur, Birbhum

বাংলাদেশের জামাতকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

প্রত্যেক সাংসদকে এই পরিচয় পুস্তিকাটি পৌঁছে দিবেন। তাদেরকে শান্তি, ইসলামি শিক্ষা এবং জামাত আহমদীয়ার সেবামুলক কার্যক্রম সম্বলিত ছোট ছোট ব্রাউশার দেওয়া উচিত।

আহমদী মুসলমানদের চাকরী সন্ধানের ব্যাপারে সহায়তা করা উচিত।

প্রত্যেক সদস্যকে বলুন দুই সপ্তাহ ওয়াকফে আরজি করতে।

হুযুর আনোয়ার জামাতের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি এবং জামাত আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের তবলীগের প্রতি পুর্ণ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন

বাংলাদেশের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যদের সঙ্গো হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত

৯ই জানুয়ারী ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সঙ্গো হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে বাংলাদেশের জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যারা ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ থেকে থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৬৫মিনিটের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গো কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাদের স্ব স্ব বিভাগের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হুযুরের দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব তালিম বলেন- বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় জামাত দুটি স্কুল পরিচালনা করে। এই স্কুলগুলি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের প্রয়াসকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জামাতকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী আমুরে খারিজা রাজনীতিক এবং সিভিল সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার বিষয়ে বলেন।

হুযুর আনোয়ার এ বিষয়ে জানতে চান যে, আমুরে খারিজা বিভাগ কতজন সাংসদের সঙ্গো সম্পর্ক যোগাযোগ করেছেন? আপনাদের সাংসদ সংখ্যা কত? সেক্রেটারী সাহেব এর উত্তরে বলেন- ৩৪৫জন সাংসদ রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন- সেই সব সাংসদদের সঙ্গো যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা গ্রামে থাকেন। তারা ভালভাবে আপনাদের কথা শুনবে। কেবল ঢাকার সাংসদদের সঙ্গো যোগাযোগ করাই যথেষ্ট নয়। সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তারা জামাতের পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন,প্রত্যেক সাংসদকে এই পরিচয় পুস্তিকাটি পৌঁছে দিবেন। তাদেরকে শান্তি, ইসলামি শিক্ষা এবং জামাত আহমদীয়ার সেবামুলক কার্যক্রম সম্বলিত ছোট ছোট ব্রাউশার দেওয়া উচিত।

সাক্ষাত অনুষ্ঠানকালে হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদী মুসলমানদের চাকরী সন্ধানের ব্যাপারে সহায়তা করা উচিত। ন্যাশনাল সেক্রেটারী আমুরে আমাকে সম্বোধন করে হুযুর বলেন=বাংলাদেশে এমন অনেক এজেন্সি রয়েছে যাদের সঙ্গো ঠিকমত যোগাযোগ হলে আহমদীদের তারা রোজগার সৃজনের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারেন। তাই এই সব আহমদীদেরকে রোজগার দেওয়ার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

সেক্রেটারী সানাআত ও তিজারত (বাণিজ্য ও কারিগরি) কে উদ্দেশ্য করে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, সেক্রেটারী হিসেবে আপনি জামাতের সদস্যদেরকে কি সাহায্য করেন? উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন- মানুষ ব্যবসার থেকে চাকরি করতে বেশি আগ্রহী। হুযুর আনোয়ার বলেন, গ্রাম ও মফসসলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত আহমদী সদস্যদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা চাকরি পায় কিম্বা ভাল সুযোগ সুবিধার কিছু কাজ পায় কিম্বা কোনও সাহায্য পায় যাতে তারা শিল্প-কলকারখানার জন্য উপযোগী হয়। এইভাবে জামাতের সদস্যরা ভাল কাজ করতে পারবে।

এরপর সেক্রেটারী তালিমকে উদ্দেশ্য করে হুযুর আনোয়ার বলেন- আমাকে বলুন যে আমেলা সদস্যদের মধ্য থেকে কতজন ওয়াকফে আরজি রেন। প্রত্যেক সদস্যকে বলুন দুই সপ্তাহ ওয়াকফে আরজি করতে। আর তাদেরকে তালিমুল কুরআনের শিক্ষাও দান করতে। এবছর আপনাদের ওয়াকফে আরজির লক্ষ্যমাত্রা কি? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এবছর অন্তত দশটি জামাতে ওয়াকফে আরজির জন্য পাঠাব। হুযুর আনোয়ার বলেন=না, এবছর অন্তত:এক হাজার লোকের সন্ধান করুন যারা দুই সপ্তাহের জন্য ওয়াকফে আরযি করবে। এখন জানুয়ারী মাস চলছে। বাকি ছয় মাসে এক হাজার মানুষকে দুই সপ্তাহের জন্য ওয়াকফে আরজির জন্য প্রস্তত করুন। এটিই হবে আপনার লক্ষ্যমাত্রা।

সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জামাতের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি এবং জামাত আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের তবলীগের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে জামাত আহমদীয়া বাংলাদেশের যে জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে চাষাবাদ করা এবং গাছপালা লাগানো উচিত।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ই অক্টোবর, ২০২১)

বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে অর্থের অপচয় হয়। সেই অর্থ সাশ্রয় করা হলে অনেক দারিদ্রপীড়িত মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

"সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: "প্রথম চাওয়া হল সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন। বর্তমানে জাগতিকতার প্রতিযোগিতা পুর্বের থেকে অনেক বেশি। এ বিষয়ের প্রতিও আহমদীদের অনেক মনোযোগ দেওয়া দরকার। কেননা, সহজ সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করেই ধর্মের প্রয়োজনের জন্য ত্যাগস্বীকার করা সম্ভব। .... বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে অর্থের অপচয় হয়। সেই অর্থ সাশ্রয় করা হলে অনেক দারিদ্রপীড়িত মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, মসজিদ নির্মাণের কাজে দেওয়া যেতে পারে, অন্যান্য আরও কাজ এবং আর্থিক আহ্বানে দেওয়া যেতে পারে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩রা নভেম্বর, ২০০৬)
(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 13 Oct, 2022 Issue No. 41

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৩)

২য় পাতার পর....

আমার নিজের ত্রুটি হিসেবে গণ্য করেছি; এটা নয় যে, তিনি কোনো ভুল করেছেন। আর, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়াসমূহ কবুল করেছেন এবং সবসময়েই আমি দেখতে পেয়েছি যে, পরের দিনে, কিংবা কিছু সময় পরে, আল্লাহ্ তা'লা কোনো না কোনো উপলক্ষ্য ঘটিয়েছেন যেখানে যুগ-খলীফার তরফ থেকে আমার প্রতি কোনো না কোনো অসাধারণ আশিস প্রদান করা হয়েছে।"একজন খাদেম হুযূর আকদাস (আই.)-এর কাছে কীভাবে একজন ভাল স্বামী ও ভাল পিতায় পরিণত হওয়া যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ চান।

ভাল স্বামী হওয়া প্রসঙ্গে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এক্ষেত্রে তোমার নিজেকেই অনেক অনেক বেশি বিনয়ী এবং উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। এটা ভেবো না যে, এ জগতে কেউই নিখুঁত। যদি একজন স্বামী এবং স্ত্রী এটা অনুধাবন করেন যে, তাদের কেউই নিখুঁত নন, তাদের সবার মাঝেই দুর্বলতা রয়েছে, তাই তাদের উচিত পরস্পরকে কিছুটা ছাড় দেওয়া। উভয়ের দুর্বলতাগুলোর জন্য পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হওয়া কিংবা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, তোমাদের (উচিত) সর্বদাই তাদের মাঝে ভাল দিকগুলোর সন্ধান করা।

অতএব পরস্পরের মধ্যকার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার পরিবর্তে, তোমাদের উচিত পরস্পরের মাঝ থেকে উত্তম বিষয়গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। অতএব এটাই একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে তুমি একজন উত্তম স্বামীতে পরিণত হতে পারবে।"কীভাবে একজন উত্তম পিতায় পরিণত হওয়া যাবে সে বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার সন্তানদের প্রতি তোমাকে অনেক দয়ালু আচরণ করতে হবে। তোমাকে নৈতিকভাবে উত্তম হতে হবে। তাদের সামনে তোমাকে তোমার উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। তোমার সন্তানদের সামনে যদি তুমি তোমার উত্তম উদাহরণ পেশ কর, প্রথমে তোমার স্ত্রীর সামনে এবং এরপরে তোমার সন্তানদের সামনে, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমাকে অনুসরণ করবে। তুমি যদি ভিন্ন কিছু কর, আর তাদেরকে ভিন্ন কিছু করতে বলো, তখন তারা বলবে, 'আমার পিতা, কিংবা, আমার স্বামী, একজন মুনাফেক বা কপট ব্যক্তি। তিনি নিজে ভুল কাজ করেন। তিনি নিজে একরকম আচরণ করেন এবং আমাদেরকে ভিন্ন রকম আচরণ করতে বলেন।' অতএব তোমার কথা ও কাজ একই রকম হওয়া উচিত। এটা তোমাকে একটি উত্তম পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং তোমার সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ দিবে এবং তোমার সন্তানদের যথাযথ তরবিয়তের (নেক লালন-পালন) কারণ হবে।"

আরেকজন খাদেম হুযূর আকদাস (আই.)-কে এ প্রশ্ন করেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে আহমদী মুসলমানগণ কীভাবে হুযূর আকদাস (আই.)-এর দিকনির্দেশনা তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট পৌঁছাতে পারেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"[সংঘাতের] একেবারে সূচনালগ্নেই আমার বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের উচিত হবে সেই বাণী তোমাদের রাজনীতিবিদদের নিকট পৌঁছে দেওয়া, এবং তাদেরকে বলা যে এই যুদ্ধ যেন তারা এড়িয়ে যান, অন্যথায় অনেক বড় দুর্যোগ সংঘটিত হতে চলেছে। বিশ্বকে পুনর্গঠন করে বর্তমান অবস্থানে ফিরে আসতে বহু বছর লেগে যাবে। কেবল তাই নয়-যেমনটি আমি

ইতোমধ্যেই সেই বিবৃতিতে লিখেছি- আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে তারা, নিউক্লিয়ার সমরাস্ত্র না হলেও, রাসায়নিক সমরাস্ত্র অবশ্যই ব্যবহার করবে। আর সেটিও আমাদের পরবতী প্রজন্মের ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। সুতরাং তাদেরকে অবহিত কর। বাণীতো রয়ে গেছে, আমার বিবৃতিও রয়েছে। সুতরাং এই পয়গাম তোমরা ছড়িয়ে দিতে পারো।"

১ পাতার পর...

কাউকে সৌন্দর্য হিসেবে। কাউকে সুন্দর কণ্ঠস্বরের জন্য। কাউকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের জন্য। কাউকে ঔষধ হিসেবে, যার মাংস খেয়ে আরোগ্য লাভের শক্তি লাভ হয়। পশু আর সেটি হালাল বলেই খাওয়া চলে না। হতে পারে কোনও পশুর মাংস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু হয়তো সে অনেক ফসল বা মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী কীটপতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাই মাংসের দিক থেকে সেই প্রাণীর মাংস হয়তো হালাল হবে এবং তৈয়্যবও হবে। কিন্তু তবুও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বিবেচনায় তার মাংস আর তৈয়্যব থাকবে না। কেননা, সেই প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করলে মানুষ কতিপয় আরও অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

আমাকে শৈশবেই এই শিক্ষা দান করা হয়েছিল। বাল্যকালে আমি একটি তোতাপাখি শিকার করে এনেছিলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তা দেখে বললেন, মাহমুদ! এর মাংস যদিও হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি প্রাণীকে আমাদের খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। কিছু সুন্দর প্রাণী দেখার জন্য যাতে মানুষ সেগুলি দেখে মানুষের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিছু কিছু প্রাণীকে তিনি সুন্দর কণ্ঠস্বর দান করেছেন যাতে মানুষ কানে তাদের সমধুর কণ্ঠ শুনে আমোদিত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের জন্য কোনও কোনও নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন। সেই সবগুলি কেড়ে কেবল মুখে পুরে ফেলা উচিত নয়। দেখ! তোতাপাখি কত সুন্দর প্রাণী। গাছের ডালে বসে থাকলে কতই না সুন্দর দেখায়!

মোটকথা, তৈয়্যব হওয়ার জন্য একদিকে যেমন স্বাস্থ্যগত দিকে উপকারী হওয়া আবশ্যিক, তেমনি অপরদিকে সেগুলিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই শর্তও রয়েছে যে, এর ফলে মানুষের অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা অন্যান্য মানুষ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার যেন ক্ষুন্ন না হয়। অপরের আবেগ অনুভূতিকে দৃষ্টিপটে রাখাও আবশ্যক। রসুল করীম (সা.) বলেন, مَا اسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ (রূহুল মাআনি, ২য় খণ্ড) অর্থাৎ আরবরা যে খাদ্যকে খারাপ চোখে দেখে সেটি হারাম। এখানে হারামের অর্থ এই নয় যে এমন খাদ্য ভক্ষনকারী ব্যক্তি খোদার দৃষ্টিতে পাপী। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, আরবদের সামনে সেই খাদ্যগুলি খাওয়া উচিত নয়। কেননা, এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনমালিন্য দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে হিন্দুস্তানে গোমাংসও অনুরূপ বস্তু। সতর্কতা হিসেবে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সামনে গোমাংস খাওয়া উচিত নয়। এমনকি একথার উল্লেখও যেন তাদের সামনে না করা হয়। কেননা, এতে তারা কষ্ট পায়।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬২)

****

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, রূহুল মাআনী, ৮ম খণ্ড)

اِحْفَظْ لِسَانَكَ

[তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত (রক্ষা কর) রাখ]

মিথ্যারোপ, মিথ্যা, পরচর্চা, পর-নিন্দা, ঝগড়া, কলহের বিষয় থেকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক।

-হাদীস

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Aseya Begum, Harhari, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir